কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com

www.facebook.com/arthiklipiepaper

৮ পাতা

₹ 3

Vol - XIII, ISSUE - 124

শিলিগুড়ি • মঙ্গলবার • ১৭ বৈশাখ, ১৪২৫ • ১ মে, ২০১৮ • SILIGURI • TUESDAY • MAY 1, 2018

চিন্তায় থেরেসা

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে গভীর চিন্তামগ্ন। কারণ আম্বার রুডের ইস্তফার ফলে তাঁকে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। এ ছাড়া ব্রেকসিট প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করতে হবে।

লালুর ক্ষোভ

জেলে আটক আরজেডি নেতা লালু প্রসাদ যাদব অসুস্থ বলে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল দিল্লির এইমসে। কিন্তু সোমবার এইমস কর্তৃপক্ষ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়। লালু প্রসাদকে রাঁচি হাসপাতালে পাঠানো হবে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রবল বেগে ঝড়ের আশঙ্কা রাজ্যে, সতর্কতা জারি সর্বত্র

ছবি-শ্যামল মৈত্র।

বিশেষ সংবাদদাতা : আজ ১ মে মঙ্গলবার থেকে ২ মে বুধবারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণঝড় বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হবে বলে সতর্কতা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বিহারের উপর দিয়ে ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপ অক্ষরেখার সৃষ্টি হয়েছে। তা বিস্তৃত হয়েছে মণিপুর পর্যন্ত। এরই প্রভাবে কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

এদিকে সোমবার সকালে হঠাৎ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। এরপর শুরু হয় টানা বৃষ্টি এবং ঝড়। বৃষ্টির দাপটে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে জল জমে যায়। প্রায় বেলা ১১টা পর্যন্ত বৃষ্টি চলে। এর ফলে তাপমাত্রা বেশকিছুটা কমে যায়। প্রবল গরমের পরিবর্তে ছিল ঠান্ডার আমেজ। ফলে এই দিনটি অনেকেই ছুটির আমেজ নিয়ে বাড়িতে কাটিয়েছেন। এদিন ছিল রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ছুটির দিন বুদ্ধ পূর্ণিমার জন্য। ফলে রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত অফিসকুঠিতে ছুটি ছিল। আজ ১ মে রাজ্য সরকারের অফিসে ছুটি। ছুটি দেওয়া হয়েছে স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। বুধবার ২ মে, রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। ফলে সোম, মঙ্গল, বুধ টানা তিনদিন ছুটি। অনেকে সকালে বৃষ্টি উপভোগ করেছে।

ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা জারি করা হয়েছে। তারা যেন এই দু'দিন সমুদ্রে না যান। বার বার ঝড়-বৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণি ঝড় বয়ে যেতে পারে রাজ্যের উপর দিয়ে।

এদিকে সোমবার কাজের প্রথম দিন সকাল থেকে ঝড়-বৃষ্টিতে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। খণ্ডঘোষ এবং ইসলামপুরে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত হয়েছেন ৭ জন। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গত ৫ দিনে মোট ৭টি কালবৈশাখী হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এদিকে দৌলতাবাদে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক জনের তাঁর নাম ধনঞ্জয় ঘোষ। ইসলামপুরে বাজ পড়ে আহত হয়েছেন একজন মহিলা সহ ৭ জন। গত বছর টানা গরম পড়ার আগে ১২টা কালবৈশাখী হয়েছিল।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঝড়ের দাপট অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। বৃষ্টি হয়নি তেমন। ফলে মানুষের বিশেষ লাভও হয়নি। এবার রেকর্ড কালবৈশাখী আছড়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সম্প্রতি জোড়া কালবৈশাখীতে কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনায় প্রচুর গাছ ভেঙে পড়েছিল। ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তার। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। এর জের চলে ২-৩ দিন। সোমবার সকালের ঝড়-বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়েন। কারণ অসময় ঝড়-বৃষ্টি আসবে এমনটা ধারণার বাইরে ছিল অধিকাংশ মানুষের। তবে রাস্তায় বেশি জল জমেনি। এটাই রক্ষের।

কাবুলে ৮ সাংবাদিক সহ হত ২৯

কাবুল, ৩০ এপ্রিল : আইআইএস জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় সোমবার কাবুলে ৮ সাংবাদিক সহ ২৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নাম করা এক চিত্র সাংবাদিক। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আইআইএস জঙ্গি সংগঠন। বিস্ফোরণটি ঘটে কাবুলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। এই অঞ্চলেই আফগানিস্থানে প্রতিরক্ষামন্ত্রক আফগানিস্থানের গোয়েন্দা দফতর এবং ন্যাটোর দফতর সহ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস। প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে সকাল ৮টায়। তার ২০ মিনিট পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে। এই বিস্ফোরণে ৫২ জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রেঞ্চ নিউজ এজেন্সির ফটোগ্রাফার শাহ মারাই। জঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগটি উড়িয়ে দেওয়া। এই জোড়া বিস্ফোরণের কঠোর নিন্দা করেছে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসরফ ঘনি। প্রেসিডেন্টের প্যালেস থেকে এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। চলতি বছরে আফগানিস্তানে পর পর বিস্ফোরণ হয়।

মে দিবসের ছুটি

আজ ঐতিহাসিক মে দিবস। এই দিনটি শ্রমজীবী মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ এই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানাতে আজ মঙ্গলবার দৈনিক আর্থিক লিপি'র সমস্ত বিভাগে ছুটি থাকবে। সে কারণে বুধবার ২ মে এই পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বৃহস্পতিবার ৩ মে থেকে আবার আর্থিক লিপি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

মে দিবস উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল কর্মী, সব শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-পাঠিকা, সংবাদপত্র এজেন্ট ও হকার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাই।

আশিস লাহা
সম্পাদক

শিলাবৃষ্টির জেরে বিরাট ক্ষতি আমের, বিপাকে আম চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ : শিলাবৃষ্টির জেরে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়লেন মালদহের আম চাষিরা। বড় বড় শিলের আঘাতে ঝড়ে পড়ে আমের ক্ষতি হয়েছে। ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম ওজনের এক একটি শিলের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আমের। এই শিলাবৃষ্টি এবং ঝড়ে আমের ভয়াবহ ক্ষতিতে মাথায় হাত আম চাষিদের। ইংরেজবাজার ফুলবাড়িয়ার সুবলচন্দ্র মণ্ডল, হান্নান শেখরা বলেন রাতে বৃষ্টি দেখে শুরুতে আনন্দ পেয়েছিলাম। গভীর রাতের দিকে ঝড়ো বাতাস শুরু হল। তখন থেকে আমার চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সকাল ছটা থেকে শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। চলে আধঘণ্টা পর্যন্ত। তখন বাগানে এসে দেখি আমে সবুজ হয়ে রয়েছে। চোখের জল আর ধরে রাখতে পারিনি। শিলাবৃষ্টিটা আমাদের উপর অভিশাপ হয়ে নেমে এল। আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। এই ক্ষতি কীভাবে পূরণ হবে জানি না। জানা গেছে, ইংরেজবাজারে অমৃতি, কাজিগ্রাম, কোতুয়ালি, শোভানগর, ফুলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক হারে আমের ক্ষতি হয়েছে। বাদ যায়নি পাশের ব্লক মানিকচকও। এছাড়া গাজল, হাবিবপুর ব্লকেও ক্ষতি হয়েছে এই দিনের শিলাবৃষ্টিতে। জেলা উদ্যান পালন দফতরের আধিকারিক রাহুল চক্রবর্তী বলেন, আগে যা আমের ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনামূলক কম। কিন্তু এই দিনের শিলাবৃষ্টিতে কয়েকটি ব্লকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুরো জেলার ক্ষতির হিসাব নেওয়ার কাজ চলছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হচ্ছে যে জেলায় এবার আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তাতে এদিনের ক্ষতিতে একেবারে সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টনে নেমে আসতে পারে।

পুলওয়ামায় মেজর সহ ২ সেনা আহত

জম্মু, ৩০ এপ্রিল : দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সোমবার জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ ২ জওয়ান এবং স্থানীয় দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে এই সংঘর্ষে জঙ্গিদের দু'জন শীর্ষ কমান্ডর ধরা পড়েছে বলে সূত্র মারফত দাবি করা হয়েছে। এই অভিযান চালায় ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস সেনাবাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে। জানা যায়, গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন প্রতিবাদে রাস্তায় বের হয় এবং জঙ্গিদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মে দিবসের জন্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এখানেই ৮ ঘণ্টা কাজের আন্দোলনের সূচনা

কমল ভট্টাচার্য

১৮৮৪ সাল থেকেই ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার আগে ১৮৬১-৬২ এবং ১৮৬৬ সালে এ নিয়ে আন্দোলন ডানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়ন। ১৮৭২ সালে লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয় 'প্রথম আন্তর্জাতিকের দফতর'। পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিকের পরে নাম হয় 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'। এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস তৈরি হয় প্যারিসে। ওই কংগ্রেসে ১ মে তারিখটি বিশেষ দিন হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়।

প্যারিসের সিদ্ধান্তের পেছনে ৫ বছর আগে শিকাগোতে গৃহীত আমেরিকার একটি তরুণ শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তাবে প্রভাব কাজ করেছিল। এই সংগঠনের নাম হয় আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার। ৮ ঘণ্টা কাজের দিন বেঁধে দেওয়ার দাবি কোন কায়দায় কায়েম করা হবে সেই বিষয়ে ফেডারেশনে কিছু বলা হয়নি। ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের আইন-কানুন পরিচালনা করার যে নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলির উপর দেওয়া হয়েছিল তার অর্থ হল ১৮৮৬ সালের ১ মে ধর্মঘট করার দরুন যে সমস্ত সদস্যদের কর্মস্থান থেকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকতে তাদের জন্য ধর্মঘটকালীন সাহায্যে ব্যবস্থা করা। মে দিবসের ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন ধরেই। ১ মে তারিখে শিকাগোতে শ্রমিকদের এক

সুবিশাল সমাবেশ হয়। শহরে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ডাকে এই সমস্ত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর আগে শ্রেণি সংহতি বরিষ্ঠ প্রকাশ এর আগে দেখা যায়নি। ১৮৮৬ সালের ১ মে ধর্মঘটে ৮ ঘণ্টা আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি সংগ্রাম ইতিহাসে এই আন্দোলন রচনা করে এক গৌরবময় অধ্যায়।

এই ১ মে তারিখের ঘটনা প্রত্যক্ষ পরিণতি হল ৩ ও ৪ মে তারিখের ঘটনাগুলি। যা হে মার্কেটের ঘটনা হিসেবে পরিচিত ছিল। ওইদিন ধর্মঘটিদের সভায় পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ৬ শ্রমিককে হত্যা করে। আহত হয়েছিল অনেকে। পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে ৪ মে হে মার্কেট স্কোয়ারে আরও একটি সভা হন। এখানে ধর্মঘটিদের উপর পুলিশ আক্রমণ করে। ভিড়ের মধ্যে একটি বোমা পড়ে। বোমার ঘায়ে একজন সার্জেন্ট নিহত হন। এরপর শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই শুরু হয়। এই লড়াইয়ে হে মার্কেট রক্তে প্লাবিত হয়। সেদিন মৃত্যু হয় ৭ জন পুলিশ ও ৪ জন শ্রমিকের। বহু শ্রমিক নেতার ফাঁসি হয়। অনেককে কারাগারে পাঠানো হয়। সেই ১ মে দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয় ৮ ঘণ্টা কাজের আন্দোলন পুনরুজ্জীবন দিন হিসেবে। ফলে মে দিবস আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হয়। তখনকার দিনে কাজের ঘণ্টা বলতে ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। অর্থাৎ ১৪, ১৬ এমনকি ১৮ ঘণ্টাও কাজের দিন চালু ছিল। ১৯ শতকের গোড়ায় এরই বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায়। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত এই কাজের ঘণ্টা কমানোর জন্য ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হয়। সারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় দাবি ওঠে '৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা আমোদপ্রমোদ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম।' এই দাবি আদায়ে শ্রমিক শ্রেণি সফল হয়েছিল।

ভোট কর্মীর অভাব, কাজে লাগানো হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ: শুধু স্থায়ী সরকারি কর্মচারী বা স্কুল শিক্ষক নয়, ভোট কর্মীর অভাবে নির্বাচন পরিচালনায় যুক্ত করা হচ্ছে অস্থায়ী, চুক্তি ভিত্তিক, এমনকি বিভিন্ন সরকারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কর্মরতদেরও। একদিকে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে ভোট কর্মীদের নাম কাটানোর সুপারিশ, অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা থেকে আতঙ্কজনিত কারণে ভোট করতে অনিচ্ছুক কর্মীদের নাম কাটানোর হিড়িক সব মিলিয়ে ভোট কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রবল সমস্যায় জেলা প্রশাসন। ভোট কর্মীর সংকট মেটাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা না করে বাদ দেওয়া হচ্ছে না কারও নামই। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখালে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হচ্ছে অসুখের বিশদ বিবরণ এবং সরকারি চিকিৎসকের সুপারিশ।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সরকারি, আধা সরকারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত এবং পুরসভা মিলিয়ে জেলায় মোট কর্মী সংখ্যা ১৮ হাজারের কাছাকাছি। অন্যদিকে, এ বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় মোট বুথের সংখ্যা ২৫৭৬। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ায় একজন ভোটার ভোট দেবেন ৩টি। ফলে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে বুথ পিছু ৪ ভোট কর্মীর প্রয়োজন হয়, সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি বুথে লাগবে ৫ জন ভোট কর্মী। এর পাশাপাশি যে বুথে ভোটার সংখ্যা ১২০০ বা তার বেশি, সেখানে আরও একজন অতিরিক্ত ভোট কর্মী নিয়োগ করতে হবে। জেলায় ১২০০ বা তার বেশি ভোটার সংখ্যার বুথ রয়েছে প্রায় ৬০০-র কাছাকাছি। ফলে ন্যূনতম প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার ভোট কর্মীর প্রয়োজন হবে মালদহে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করতে। অন্যদিকে মোট প্রায় ১৮ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় হাজার দু'য়েক মহিলা রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। মহিলা কর্মীদের সামান্য কিছু ক্ষেত্র ছাড়া ভোটের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ভোট কর্মীর সংখ্যা কমে দাঁড়াচ্ছে ১৬ হাজারে। এদের মধ্যে সাড়ে ১৩ হাজার কর্মীকে বুথে যেতে হবে। অতিরিক্ত ভোট কর্মী হিসেবে মজুত রাখা হবে মোট ভোট কর্মীর প্রায় ২০ শতাংশ কর্মীকে। সংখ্যার হিসেবে তাও প্রায় ৩ হাজারের কাছাকাছি। সব মিলিয়ে জেলা প্রশাসনের হাতে নথিবদ্ধ কর্মচারীদের সংখ্যা প্রয়োজনীয় ভোট কর্মীর সংখ্যার প্রায় সমান-সমান। এখানেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিটি ভোটের দায়িত্ব কাটানোর জন্য কয়েকশো করে কর্মীর নাম সুপারিশ করেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে অসুস্থতার মতো কারণও। বেশ কিছু দফতরের কর্মীদের জরুরি প্রয়োজনে ভোটের দায়িত্ব থেকে রেহাই দিতে হচ্ছে। এই সমস্যা মেটাতেই ভোটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া ভূমিকা নিতে হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে।জেলায় পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকা দুইজন গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, ভোট কর্মীর সমস্যা মেটাতে স্থায়ী কর্মীদের পাশাপাশি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এমন ডেইলি ওয়েজে নিযুক্ত কর্মীদেরও। প্রথম দফায় ১৬ হাজারেরও বেশি কর্মীদের ভোটের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। বাকি কর্মীদের কাছেও পাঠানো হচ্ছে এই নির্দেশ।অন্যদিকে, ২৯ এবং ৩০ এপ্রিল শেষ হয়েছে জেলায় ভোট কর্মীদের প্রথম দফার প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ হবে ৮ এবং ১০ মে, ১টি ব্লকেই। যে ভোট কর্মীর যে ব্লকে ভোটের দায়িত্ব পড়বে, সেখানেই গিয়েই তাদের দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ভোট পরিচালনার জন্য প্রাপ্য ভাতাও মিলবে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণের দিনে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত পদস্থ আধিকারিক।

তৃণমূল কংগ্রেসের পোষা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এক নির্দল প্রার্থীর উদ্দেশে বোমা বর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: তৃণমূল যুব কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ানো কোচবিহার জেলা পরিষদের ২৩ নং আসনের প্রার্থীর বাড়িতে বোমা ছোড়া ও গুলি চালানোর অভিযোগ কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। কোচবিহার জেলা পরিষদের ২৩ নং আসনের নির্দল প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত বর্মণের বাড়িতে বোমা ছোড়া ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে বোমা ছোড়া ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে শাসক দলের স্থানীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কৃষ্ণকান্ত বর্মণ দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় এলাকার বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকের বিরুদ্ধে। কোচবিহার জেলা পরিষদের ২৩ নং আসনের নির্দল প্রার্থী কৃষণকান্ত বর্মণ বলেন ভোটের প্রচারের জন্য মাতলাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ভিটা এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় মিছিল বের হয়। এদিন মিছিল শেষ হওয়ার পর তিনি বাড়িতে আসেন ঠিক সেই সময়

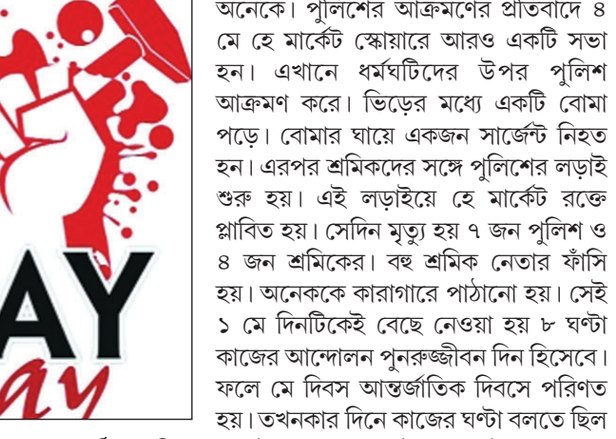

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কামিণী রায় , তপন রায় প্রমুখরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এরপর দুই রাউন্ড গুলি চালায়। স্থানীয়রা ছুটে এলে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর আগেও নাকি কামিণী রায় ও তার সঙ্গীরা মিলে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ কৃষ্ণকান্ত বর্মণের।

পুলিশের কাছে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব

কৃষ্ণকান্ত বর্মণের তোলা অভিযোগ কে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন । পুলিশ সূত্রে খবর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের, ধোঁয়াশা খুন না আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার: প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মৃত শিক্ষকের নাম রতন সরকার (৩১) বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। দিনহাটা ২ নং ব্লকের বুড়িরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খট্টিমারি গ্রামে রবিবার প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। জানা গেছে এদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে ওই শিক্ষককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাড়ির লোকজন তার খোঁজাখুজি শুরু করে । এরপর বাড়ির পাশেই একটি গাছের ডালে ওই শিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। পারিবারিক সূত্রে খবর, মাস চারেক আগে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই শিক্ষক মানসিক রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু এদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ তাকে খুঁজে না পাওয়ায় তাকে খোঁজাখুজি শুরু হয়।

অনেকক্ষণ পর শিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বাড়ির পাশেই ঝুলন্ত অবস্থায়। শিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারেব খবর পেয়েই সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে।

পুলিশ. মৃতদেহ উদ্ধাব করে ময়না তদন্তে পাঠায়। আত্মহত্যা নাকি খুন এবিষয়ে ধোঁয়াশাচ্ছন হয়ে থাকলেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।